৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভর্তি সমস্যা

নগরজীবনের সব সমস্যার মতো ভর্তি সমস্যাও এখানে প্রকট। এ সমস্যা নিয়ে হিমসিম খেতে হয় অভিভাবকদের। তা সে নিচু ক্লাসেই হোক, কি উঁচু ক্লাসেই হোক। এখন হচ্ছে কলেজে ভর্তির সমস্যা। এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের এ সমস্যায় গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। নিশ্চিন্তে ভর্তি হওয়ার উপায় এই শিক্ষার্থীদের নেই। ঢাকা মহানগরীতে নেই, দেশের কোথাও কোন জায়গাতেই নেই। অনেকের জন্য এসএসসির চৌকাঠ মাড়ানোটাই মহাভাগ্যের কথা হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে, কলেজে ভর্তির সুযোগের দিক থেকেও। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক সামর্থ্য ও ভর্তির সুযোগ লাভ, দুইয়ের অভাবেই 'ড্রপ আউট'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে শিক্ষাজীবনে ঢোকার প্রায় শুরু থেকেই। পড়াশুনায় তাদের ক্ষান্ত দিতে হয় নানা কারণে। আমাদের দেশের ১২ কোটি মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে ৯ কোটি। এ অবস্থায় বেশিরভাগ মানুষের জন্যই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা হয়ে পড়ে গৌণ। অল্পকিছু শিক্ষা দিয়ে কোনরকমে সংসারে আয় বাড়ানোর কাজে কিছু সাহায্য করার মতো করে দিতে পারলেই বহু অভিভাবক মনে করেন তাঁদের কর্তব্য সমাধা করেছেন। এ অবস্থাটা আরও বিশেষ করে সৃষ্টি হয় এসএসসি পাস করানোর পর ছেলেমেয়েদের আর কলেজে ভর্তি করানোর মতো ব্যবস্থা করতে না-পারার কারণেই। এই ভর্তির যুদ্ধে জেতার বড় বাধা এখন পর্যন্ত দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজের অভাব। তার পরে আছে, ভর্তির নানারকম কঠোর নিয়মকানুনের বেড়া ডিঙানোর প্রশ্ন। বুধবারের জনকণ্ঠ রিপোর্টে প্রকাশ, ঢাকা মহানগরীর বেশ কয়েকটি কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভিড় এড়াতে এবার কঠিন নিয়ম করা হয়েছিল। ভিড় এড়াতে কেন? ঐসব কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তারা কি চান না, দেশের ছেলেমেয়েরা এসএসসির পর পড়া চালিয়ে যাক, অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করুক? তা নয়। শুধু কলেজ নয়, কলেজের প্রকৃত আসনসংখ্যা সীমিত হওয়াই এর কারণ। প্রথমত সেজন্য ভর্তিচ্ছুদের স্রোত আটকাতে যোগ্যতার মাপকাঠিটা বেশ উঁচু করে ফেলা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে গেলেই অন্তত ৬৫০, কোথাওবা ৭৫০ নম্বর পেতে হবে বলে কড়া শর্ত আরোপ করা হয়। এতে নিশ্চয়ই বহু শিক্ষার্থীকে হতোদ্যম হতে হয়েছে। কিন্তু ঢাকার নামকরা বেশ কয়েকটি কলেজ, যেমন– ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সিটি-কলেজ, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজে নাকি তারপরেও ভিড় কমেনি। তার মানে কি? এর একটা অর্থ হচ্ছে, এসএসসিতে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির দরুন পাসের হার অন্যান্যবারের চাইতে বেশ বেড়েছে। অন্য আরেকটা অর্থ হচ্ছে, বরাবরের মতোই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দৃষ্টি নামকরা কলেজগুলোর দিকে বেশি নিবদ্ধ থাকা। এটা স্বাভাবিক। এসএসসিতে পাসের হার বৃদ্ধিও সবারই কাম্য। কেউই চাইবে না, এ হার হ্রাস পাক। অন্তত আর কিছু না হোক, এসএসসি পর্যন্ত বিদ্যাটুকুতো দেশের ছেলেমেয়েরা অর্জন করুক। তবে, এসএসসি পাসের অর্থই যে কর্মজীবনে ঢোকার নিশ্চয়তা লাভ, তা কিন্তু নয়। মহানগরীতে ৬৫টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১৩টি হচ্ছে সরকারী কলেজ। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা এবং নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার হার বৃদ্ধি পেলেও ভর্তি সমস্যা লাঘবের ক্ষেত্রে তা তেমন একটা কার্যকর অবদান রাখতে পারছে না। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে মাত্র ১০/১২টি নামী কলেজের দিকেই এবং শুধু মহানগরীর নয়, সারা দেশেরই ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি ঐ ক'টি কলেজের দিকেই থাকে। আর সেগুলোতে আসন সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি ছাত্র-ছাত্রীই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ঝামেলা এড়াতে ভর্তিপরীক্ষা বাদ দিয়েও ভর্তিচ্ছুদের চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় থাকেনা। মেয়েদের ইডেন কলেজে গত বছরের মতো এ বছরও ভর্তিপরীক্ষা বাদ দিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, ৪০০ আসনের জন্য আবেদনপত্র পড়েছে প্রায় দু'হাজার। তার মানে পাঁচগুণ বেশি। হারটা গড়ে সর্বত্রই পাঁচ থেকে সাতগুণ বেশি। ভর্তির ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যই ছাত্র সংগঠনগুলোকে নানারকম অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের ভিতর ঠেলে দেয়। এদিকে আবার যেসব কলেজ নামকরা নয়, সেগুলোয় ডাকাডাকি করে, বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দিয়েও শিক্ষার্থীদের টানা যায়না। এদিকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সমস্যায় অভিভাবকদের ওপর, সীমিত আয়ের সংসারগুলোর ওপর ক্রমশ বাড়তেই থাকে আর্থিক চাপ। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়ে নৈরাশ্য এবং নৈরাশ্যজনিত অস্থিরতা ও ক্রোধ। তারা অনেক ক্ষেত্রে সমাজে অবক্ষয় ও অপরাধ-প্রবণতার শিকার হয়। বিপথগামী হয়ে মস্তানি ও গুণ্ডামি প্রভৃতি সহিংস বৃত্তি অবলম্বন করে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, জীবনের প্রায় উষালগ্ন থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় শুধু শিক্ষা হার বৃদ্ধির পথই রুদ্ধ হয় না– সামাজিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং বন্ধাত্ব বাড়ে।

সর্বস্তরে তাই ভর্তি নিশ্চিত করার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুদৃষ্টি দিতে হবে। দেশের স্বার্থেই শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে দূর করতে হবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তথা সমগ্র দেশবাসীর দুর্ভাবনা। এর মধ্য দিয়ে দেশের সর্বত্র শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং শিক্ষা উন্নয়নও বহুলাংশে নিশ্চিত হবে। শিক্ষা উন্নয়নের মধ্য দিয়েই কার্যকরভাবে উন্মোচিত হবে দেশের উন্নয়নের পথ।